রোড টু বেলেম [কপ-৩০]; জলবায়ু সংকট-জেলেদের সংগ্রাম ও নাগরিক সমাজের অভিমত

বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ক্ষতিগ্রস্থ জেলেদের মানবাধিকার ও সুরক্ষার বিষয় অগ্রাধিকারে থাকতে হবে

১. প্রারম্ভিকা

জলবায়ু পরিবর্তন আজ বিশ্বের ৬০ কোটি জেলে ও উপকূলীয় জাতিগোষ্ঠীর জন্য কঠিন বাস্তবতা। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উষ্ণ জলরাশি, চরম আবহাওয়া, খাদ্য, জীবন-জীবিকা ও জীববৈচিত্রকে ধ্বংস করছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নে অবদান না থাকা সত্ত্বেও, আজ তারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা প্রাপ্ত জ্ঞানের ব্যবহার ও যৌথ শাসন ব্যবস্থার আওতায় নদী ও সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করে আসছে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব, পরিবেশ বিধংষী প্রকল্প, শিল্পের দূষণসহ নানাবিধ কারনে মাছের উৎপাদন ও প্রজনন প্রক্রিয়া হ্রাস পাচ্ছে। কার্যকর টেকসই উদ্যোগ গ্রহণের অভাবে তারা মৌলিক মানবাধিকার, বিশেষ করে খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার, সেইসাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি, আবাসন, খাদ্য ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

যেহেতু বেলেম সম্মেলন [কপ-৩০] আমাজনের প্রবেশদ্বারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই মনে করা হচ্ছে সম্মেলনে আমাজনসহ বিশ্বের অন্যান্য বনভূমি রক্ষা, প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং এর উপর নির্ভরশীল আদিবাসী/উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে। আশা করা হচ্ছে, এবারের সম্মেলন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জেন্ডার সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার মতো বিষয়গুলো সম্মেলনে গুরুত্ব পাবে।

২. জলবায়ু সংকট; জেলেদের সংগ্রাম "কেস স্টাডি'র যৌক্তিকতা"

আসন্ন সম্মেলনে [কপ-৩০] ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায়ের উপর জলবায়ু সংকটের প্রভাবগুলো পদ্ধতিগতভাবে উপস্থাপন ও তাদের নিজস্ব প্রচলিত জ্ঞান, অনুশীলন এবং সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে সমাধানের পথকে প্রসস্থ করতে ওয়ার্ল্ড ফোরাম অফ ফিশার পিপলস (WFFP) ও FIAN ইন্টারন্যাশনাল তিনটি মহাদেশ থেকে WFFP-এর জাতীয় সদস্যদের কর্তৃক ১০টি কেস স্টাডি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে- (ক) এশিয়া [বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড], (খ) আমেরিকা [বেলিজ, ব্রাজিল এবং ইকুয়েডর], এবং (গ) আফ্রিকা [কেনিয়া, সেনেগাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা]।

তারই ধারাবাহিকতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় দ্বীপ জেলা ভোলা'র জেলে সম্প্রদায়ের উপর খসড়া কেস স্টাডিটি তৈরি করেছে। জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়, বিশেষ করে জেলে ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকারের মর্যাদা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা, সেই সাথে ম্যানগ্রোভ বনায়ন এবং বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জলবায়ু নীতি নির্ধারণ এবং সকল প্রকার কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে এবারের বেলেম সম্মেলন [কপ-৩০] তাৎপর্যপূর্ণ।

৩. জলবায়ু সংকট-জেলেদের সংগ্রাম "ভোলা-কেস স্টাডি"

৩.১ ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট

চারপাশে জলরাশি দ্বারা বেষ্টিত বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ জেলা ভোলা যা মেঘনা নদীর মোহনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত যেখানে নদীটি বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এটা মিঠা পানি, লোনা পানি ও সামুদ্রিক প্রাণবন্ত ও বৈচিত্রপূর্ণ বাস্তুতন্ত্রের আবাসস্থল। ভোলা মৎস্য আহরণের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, বিশেষ করে ইলিশ মাছ, যা দেশের মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় ১২% [*"মৎস্য পরিসংখ্যানের বর্ষপুস্তক ২০২২-২৩"*]। তবে, এর ভৌগোলিক অবস্থান এটিকে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি, জীবন-জীবিকার নিরাপত্তাহীনতাসহ দুর্যোগজনিত অন্যান্য প্রভাবের কারনে বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি করে তোলেছে। ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত বলরামশুরা এবং গঙ্গাকীর্তি গ্রাম দুটো মেঘনা নদীর ক্রমবর্ধমান ভাঙ্গনকবলিত অঞ্চলে অবস্থিত।এই দুটি গ্রামে, প্রায় ৪০০-৫০০টি জেলে পরিবার বাস করে, তারমধ্যে বলরামশূরায় প্রায় ২৫০-২৭৫টি পরিবার এবং গঙ্গাকীর্তিতে ২০০-২২৫টি পরিবার বাস করে। মাছ ধরাই তাদের একমাত্র পেশা, কেস স্টাডিটি তৈরির জন্য এই দুটো গ্রামকে বাছাই করা হয়েছিলো।

৩.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও মানব-সৃষ্ট কার্যকলাপের ফলে জেলে পরিবারগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি

(ক) নদী ভাঙন ও ভূমিক্ষয়: মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থানের কারণে দুটি গ্রামই তীব্র নদী ভাঙনের শিকার।গত ৩ থেকে ৫বছরে, ভাঙন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, বার্ষিক হার কখনও কখনও ১০-১৫% পর্যন্ত পৌঁছায়। এর ফলে বসতভিটা ও জমি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে, বনায়ন ধ্বংস হচ্ছে, বিস্তৃর্ন কৃষিজমি প্লাবিত হচ্ছে এবং কৃষিজমি তীব্রভাবে হ্রাস পাচ্ছে। শুধুমাত্র ভোলায় ১৯৯২ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ১৬,০০০ হেক্টরেরও বেশি জমি বিলীন হয়ে গেছে [*"ভোলায় মেঘনা নদীর তীর ভাঙনের GIS এবং RS ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ"*] যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

(খ) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও জোয়ারের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বলরামশূরা ও গঙ্গাকীর্তি অঞ্চলে জেলেদের জন্য এটা আরেকটি নতুন হুমকি। বাংলাদেশের প্রায় ১.৫ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় জমি এখন লবণাক্ততার শিকার, যার ফলে বার্ষিক আনুমানিক ৩.৫ মিলিয়ন টন ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে *[মোঃ নজরুল ইসলাম মিয়া- "বাংলাদেশের লবণাক্ত মাটি," ২০২০]*। আইপিসিসির মতে, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তার খাদ্য উৎপাদনের কমপক্ষে ৩০% হারাতে পারে। এই ধরনের বিপর্যয় ঐ অঞ্চলের অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য, পুষ্টি, জমি এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারের প্রতি সরাসরি হুমকি সৃষ্টি করছে।

(গ) বৈরি আবহাওয়া: গত দুই দশকে অসময়ে বৃষ্টিপাত ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘটনার মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় ১০০ বছরে একবার হলে এখন ১০ বছরেই হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট জলোচ্ছাসে ভোলা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ভোলায় ২লাখ এরও বেশি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে এবং ১০ হাজার হেক্টর কৃষিজমি ডুবে গিয়েছিলো [*IFRC "অপারেশন আপডেট রিপোর্ট-বাংলাদেশ: ঘূর্ণিঝড় আম্ফান" (জেনেভা: IFRC, ২০২০)*]। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমছে, মাইগ্রেশন ও ডিম ছাড়ার সময় শীতল অবস্থার উপর নির্ভরশীল ইলিশ প্রজাতির উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতে, গত ২০ বছরে পানির তাপমাত্রায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি মেঘনা নদীতে ইলিশের সংখ্যা ১৫-২০% হ্রাসে অবদান রেখেছে।

(ঘ) বন্যা ও দূষণ: প্রতি বছর জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি ও মৌসুমি বৃষ্টিপাতের কারণে এই অঞ্চল ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয়। বন্যার কারনে বছরে প্রায় ৭ হাজার হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং ৬০% এরও বেশি জেলে পরিবারের আয় কমেছে *[জাতীয় নদী ভাঙন ও বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প প্রতিবেদন-২০২৩]*। বন্যায় বিশেষ করে বর্ষায় (জুন-সেপ্টেম্বর) বলরামশূরা ও গঙ্গাকীর্তি'র মতো উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলসমূহ নিয়মিত প্লাবিত হচ্ছে, বসতভিটাসহ দৈনন্দিন জীবন ও মৎস্য আহরণের কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। বন্যার পানি শিল্পের বর্জ্য ও প্লাষ্টিক দূষণ নদীতে বয়ে আনে, পানির গুণগতমান হ্রাস পাওয়ায় সাথে সাথে মাছের পরিমাণগত ও গুণগতমানও হ্রাস পাচ্ছে যা তাদের জীবিকাকে হুমকিতে ফেলছে।

৩.৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকারের ওপর প্রভাব:

ক. খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার:

(১) জেলে পরিবারগুলো এখন নিজেদের পরিবারের খাদ্যের চাহিদা পূরণে লড়াই করছে; মৎস্য আহরণ হ্রাস পাওয়া ও পরিবেশগত অবক্ষয় এই নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকার, বিশেষ করে খাদ্য ও পুষ্টির অধিকারকে বর্তমান ও ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। স্থানীয় জেলেরা নদীর অবস্থার পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন যার মধ্যে রয়েছে পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি, অম্লতা বৃদ্ধির কারনে পরিবর্তিত রঙ ও গন্ধ ও মাছের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি ইত্যাদি।

(২) বন্যা, উপকূলীয় ভাঙন ও অতিরিক্ত দূষণ গুরুত্বপূর্ণ মোহনায় মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে; গবেষণায় দেখা যায় গত ১৫ বছরে মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত ২০-২৫টি প্রধান মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্তত ৫০% এরও অধিক পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে অবনতি হয়েছে।ফলস্বরূপ,গত এক দশকে ইলিশের মজুদ ২০-২৫% উল্ল্যেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে *[তেতুলিয়া ও মেঘনা নদীর মোহনায় ইলিশের ডিম ছাড়ার ধরণ এবং প্রজনন আবাসস্থলের মূল্যায়ণ প্রতিবেদন]*। ৯৫% গ্রামবাসী জানিয়েছেন কৃষিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার, শিল্পের বর্জ্য ও প্লাষ্টিক দূষণের মতো ঘটনায় মাছের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

(৩) স্থানীয় জেলেদের মতে, তাদের দৈনিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ ৩০-৫০% কমেছে; ভোলার নদীগুলোতে জাটকা ইলিশ বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে, সম্ভবত পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং পানিতে অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রেট-এর মাত্রা বৃদ্ধির কারণে মৎস্য বিভাগ, *[২০২২-২৩ সালের মৎস্য পরিসংখ্যানের বর্ষপুস্তক]*। মাছ ধরার মৌসুমে (এপ্রিল-জুন এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর), ইলিশ ধরা ৪০-৫০% কমে যায়, যার ফলে প্রচলিত জেলে পরিবারগুলোর আয় ৬০% পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে, মাছ ধরা এখন আর তাদের জীবিকার নির্ভরযোগ্য উৎস নয়।

(৪) দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় নৌকা, ইঞ্জিন ও জালের অব্যাহত ক্ষতির কারনে রক্ষনাবেক্ষন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে; পানিতে কঠিন বর্জ্য পদার্থের কারণে মাছ ধরার জালগুলো প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বেশিরভাগ পরিবারের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি জ্বালানি, সরঞ্জাম এবং মেরামতের পেছনে ব্যয় হচ্ছে। অনেক জেলে স্থানীয় দাদনদারদের কাছ থেকে উচ্চ সুদের হারে(মাসিক ৫-১০%) একাধিকবার ঋণ নিয়ে থাকে, যার ফলে তারা ঋণের চক্রে আটকে যায়।

(৫) হিমাগার, পরিবহন ও সরাসরি বাজারে প্রবেশাধিকারের অভাবে স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগীদের (আরাতদার) কাছে মাছ বক্রি করতে বাধ্য হয়; মধ্যস্বত্বভোগীরা সাধারণত বাজার মূল্যের ১০-২০% কম দাম প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, খোলা বাজারে ইলিশ ১,৬০০-১,৮০০ টাকায় বিক্রি হতে পারে কিন্তু ঘাটে মাত্র ৮০০-৯০০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়। জেলেরা একই মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে আবার জাল, জ্বালানি এবং বরফও কিনে প্রায়শই ৩০-৫০% মার্কআপে *[বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য ব্যয়মূল্য নির্ধারণ করা]*। এই নির্ভরতা আয়ের অনিশ্চয়তা বাড়ায় ও দর কষাকষির ক্ষমতাকে সীমিত করে।

(৬) আয় কমে যাওয়ায় অনেক জেলে পরিবার দিনে মাত্র একবেলা খায়; বিশেষ করে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনও উপায় না থাকায় ঋণের বোঝা বাড়ছে। কোস্ট ফাউন্ডেশনের জরিপে দেখা গেছে *[৬৫ দিনের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা: জেলেদের উপর প্রভাব-২০২০]* যে নিষেধাজ্ঞার সময়, ২৩.৩% জেলে পরিবার প্রতিমাসে ৫,০০০ টাকার কম আয় করে এবং ৬০.৮% পরিবারের কোনও আয় থাকে না। ৭৯.৯% পরিবার বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে উচ্চ সুদের ঋণ নিতে বাধ্য হয়, পারিবারিক সহিংসতা ৫১.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার সংকট বেড়েছে, দিনে তিনবেলা খাবার খাওয়া পরিবারের সংখ্যা ৯৫% থেকে কমে মাত্র ৫১% হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার সময় পর্যাপ্ত আর্থিক বা খাদ্য সহায়তা ছাড়াই জেলেরা প্রায় তিন মাস ধরে তাদের একমাত্র আয়ের উৎস থেকে বঞ্চিত হয়।

(৭) লবণাক্ততা, জোয়ার জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা ও নদী ভাঙনে আবাদযোগ্য জমি উল্ল্যেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে; স্থানীয় নারীরা জানিয়েছেন অনাবৃষ্টিপাতের কারনে প্রায়শই ফসল কাটার আগেই ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ, পরিবারগুলো এখন ক্রয়কৃত খাবারের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল, ফলে পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বৈচিত্রপূর্ণ খাবারের অভাবে পুষ্টিকর খাবার হ্রাস পেয়েছে। অপুষ্টি বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপুষ্ট শিশুর জন্মহার ইতিমধ্যেই ৩০% ছাড়িয়ে গেছে *[ইউনিসেফ বাংলাদেশ, "উপকূলীয় অঞ্চলে শিশুদের পুষ্টির অবস্থা- ২০২২]*।

খ. নিজস্ব অঞ্চলের [TERRITORIES] অধিকার

ভোলা, জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলোর একটি। নদী ভাঙনে প্রতি বছর প্রায় ১২শো হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয় *[ভোলা জেলার ভূমিক্ষয় ম্যাপিং (CEGIS) রিপোর্ট-২০২৩)*, বসতভিটা ডুবে যাওয়ায় জেলে সম্প্রদায় বারবার স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। স্থানীয়দের মতে, এখানকার ৯৫% এরও বেশি পরিবার অন্তত একবার হলেও বাস্তচ্যুত হয়েছে এবং গত ৫ বছরে অর্ধেকের বেশি পরিবার একাধিকবার বাস্তচ্যুত হয়েছে।পরিবারগুলো সরকারি বেড়িবাঁধ, খাস জমি বা অন্যের জমিতে অস্থায়ীভাবে বাস করছে।

এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া অপরিকল্পিত, আইনি বা বৈধ মালিকানার স্বীকৃতি বহির্ভূত। ঝড় ও জলোচ্ছাসে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই বাঁধের পাশে তারা বাস করছে। এখানে নারী ও কিশোরী মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে, নারীরা জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকির কথা জানিয়েছেন। বারবার বাস্তুচ্যুতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এই সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব অঞ্চলে বসবাস করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক দুর্বলতাকে বাড়িয়ে তুলছে।

গ. নিরাপদ পানির অধিকার

নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা ক্রমশ এখানে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। ভোলার জেলেরা এখন আর তাদের নলকূপের উপর নির্ভর করতে পারছে না কারণ নলকূপের পানি লবণাক্ত হয়ে উঠছে। নারীদের প্রতিদিন ১-২ কিমি হেঁটে সুপেয় পানি সংগ্রহ করতে হয়। এর ফলে তাদের শারীরিক শক্তি হ্রাস পাচ্ছে এবং আয়বর্ধক কার্যকলাপের জন্য তাদের সময় সীমিত হচ্ছে।

ঘ. ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার

এক সময়কার জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ও পূর্বাভাসযোগ্য পরিবেশগত ছন্দের উৎস মেঘনা নদী এখন আমূল পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে প্রচলিত জ্ঞান খুব একটা কাজে আসছে না, স্থানীয় জেলেরা বলছে, আগে চাঁদের দিকে তাকিয়ে জোয়ার-ভাটার হিসেব বুঝা যেত, এখন প্রকৃতির আচরণ বুঝা যচ্ছে না। আয়-উপার্জন হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে শিশুরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, শিশুরা স্কুল ছেড়ে দিচ্ছে এবং পরিবারকে সহযোগিতার জন্য শ্রমের দিকে ঝুঁকছে, ফলে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে(৬ষ্ঠ-১০ম)ঝরে পড়ার হার অত্যন্ত বেশি [৭০-৭৫%]। অব্যাহত বাস্তুচ্যুতি, অভিবাসন এবং পরিবর্তিত পেশার ফলে প্রজন্ম ধরে লালন করা সংস্কৃতি, পেশাগত দক্ষতা এবং হাজার বছরের অঞ্চল-ভিত্তিক গড়ে উঠা জ্ঞানের ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলছে।

ঙ. নারীদের উপর প্রভাব-অদৃশ্য বোঝা

(১) জীবিকা নির্বাহে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তাদের অবদান সর্বদাই উপেক্ষিত; এই সম্প্রদায়ের নারীরা একদিকে গৃহস্থালি কাজ করে আবার মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ উভয় জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কিন্তু তাদের অবদান সর্বদাই উপেক্ষিত, তাদের শ্রমের স্বীকৃতি নেই। মুক্ত জলাশয়গুলোতে মাছের মজুদ হ্রাস পাওয়ায় এই কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পাচ্ছে।এছাড়াও নিরাপত্তার উদ্বেগ ও দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থার কারণে নিজেরা মাছ বিক্রি করতে না পেরে দূরবর্তী বাজারের জন্য পুরুষদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, যা ক্ষমতায়নের পথকেও রুদ্ধ করছে। নারী মৎস্যজীবীদের এত অবদান থাকা সত্ত্বেও জাতীয় নীতি পরিকল্পনায় তাদের অবদানগুলো কমই স্বীকৃত, জলবায়ু সংকট, অবৈতনিক শ্রম, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলছে।

(২) লবণাক্ততা,অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জলোচ্ছ্বাস ও কীটপতঙ্গের আক্রমণে সংকুচিত হচ্ছে পারিবারিক সবজি চাষ বাড়ছে অপুষ্টির ঝুঁকি; একসময় পারিবারিক পুষ্টির যোগান এবং পরিপূরক আয়ের গুরুত্বপুর্ণ উৎস ছিল বসতভিটার আশেপাশে সবজি চাষ কিন্তু মাটিতে লবণাক্ততা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জলোচ্ছ্বাসে তা হ্রাস পাচ্ছে। ৬০% এরও অধিক নারীরা আগে

শাকসবজি চাষ করতেন, পূর্বে উৎপাদনশীল ৭০% আবাদি জমি এখন আর ব্যবহারযোগ্য নয়। বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে বাধ্য হওয়ায় পরিবারের আর্থিক সংকট তৈরি হচ্ছে। বিকল্প জীবিকা নির্বাহের এই ক্ষয়-ক্ষতি পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাকে আরও গভীর করেছে। নিষেধাজ্ঞার সময় শিশুদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে নারীদের প্রায়শই খাবার এড়িয়ে যেতে হচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি এই সংকটকে আরো প্রবল করে তুলছে।

৪. জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা ও জেলেদের মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সুপারিশসমূহ;

প্রথমত, জলবায়ু সংকটে জেলে ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠী সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ এটা স্বীকার করে নিতে হবে। বিশ্বব্যাপী জেলে-উপকূলীয় জনগোষ্ঠী'র প্রদত্ত বাস্তবসম্মত, প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিতে হবে, কারন দাবিগুলো শুধুমাত্র বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষার বিষয় নয়, বরং মানবাধিকার, খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জলবায়ু সংকটের কারনে ঝুঁকিপূর্ণ জেলে ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার বিষয়ও।

ক. মানবাধিকার-ভিত্তিক জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে

(১) মুক্ত জলাশয়ের রক্ষক হিসেবে জেলেদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে; জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জলজ ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং সম্মিলিতভাবে পরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

(২) উপকূলীয় ভাঙনের প্রভাব মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদী অ-কাঠামোগত প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্যোগ জরুরি; যেমন নদী/সৈকত/তীর পুষ্টি, বালির টিলা পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন, উপকূলীয় বনায়ন, বালির বাইপাস ইত্যাদি। বালি দিয়ে তীর বা সৈকতকে কৃত্রিমভাবে প্রশস্ত করা যা ঢেউ-এর আঘাত থেকে ভূমিক্ষয় রোধ করবে, সামুদ্রিক ঘাস, ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য লবণাক্ত-সহনশীল উদ্ভিদের মতো স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা যাতে গাছের মূল ব্যবস্থা মাটিকে আবদ্ধ করতে সাহায্য করবে, পানির প্রবাহকে ধীর করবে এবং পলি আটকে রাখবে। জীবন্ত উপকূলরেখা যেমন প্রাকৃতিক আবাসস্থল তৈরি বা পুনরুদ্ধার করা যা প্রাকৃতিক বাফার প্রদান করবে ও বন্যপ্রাণির জন্য আবাসস্থল তৈরি হবে, সঠিক পলি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলতে হবে।এই পদ্ধতিগুলি কংক্রিট অবকাঠামো নির্মাণের পরিবর্তে প্রকৃতি-ভিত্তিক টেকসই সমাধান হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

(৩) বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে পরিবেশগতভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে, পরিবেশগতভাবে ধ্বংসাত্মক এমন ধরনের শিল্পের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে, কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রকে বিষাক্ত করে এমন অন্যান্য দূষণকারী পদার্থের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে, কারিগরি শিক্ষা ও আদিবাসী জ্ঞানের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র এবং অঞ্চলগুলোর (ম্যানগ্রোভ সহ) পুনরুদ্ধার এবং জেলেদের সুরক্ষার উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৪) নিজস্ব ভূখন্ডের অধিকার ও যুগ-যুগ ধরে মুক্ত জলাশয় ব্যবহারের যে অধিকার তার আইনগত স্বীকৃতি দিতে হবে; নিজেদের অঞ্চলের (ভূমি, জলাশয় এবং মৎস্য) অধিকার নিশ্চিত করার জন্য জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এমন ব্যবস্থাগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যা জেলে এবং আদিবাসী উপকূলীয় জনগোষ্ঠীগুলোকে তাদের অঞ্চলে থাকতে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেবে। একই সাথে জেলে ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক চিহ্নিত উত্তারধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং বাস্তুতন্ত্র-ভিত্তিক সুরক্ষাগুলোকে একীভূত করতে হবে।

(৫) অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় মানবাধিকার-ভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে তোলতে হবে; জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি বা জীবিকা পরিবর্তনের বাধ্যবাধকতা রোধে জলবায়ু সক্ষমতা জোরদার করতে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় মানবাধিকার-ভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। আবাসন, জীবিকা এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষিত করার মাধ্যমে তাদের অঞ্চলে তাদের স্থায়ী অধিকার নিশ্চিত করতে টেকসই প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

খ. জলবায়ু নীতি-পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র জেলেদের সুরক্ষা ও মানবাধিকার বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত করতে হবে; বলরামশূরা ও গঙ্গাকীর্তি গ্রামের মতো জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্র মাছ ধরার (SSF) সম্প্রদায়গুলোর প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়গুলো জাতীয় নীতি- পরিকল্পনায় অনুপস্থিত। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায়[ন্যাপ] উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হলেও SSF সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট চাহিদাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়নি, তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ [আর্থিক-অ-আর্থিক] স্থানীয়ভাবে মূল্যায়ণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও, আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আঞ্চলভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

গ. জাতীয় আইনগুলো আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে আইনী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে; সম্পদের ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে; জাতীয় আইনগুলোকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে আইনী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে, জেন্ডার সমতা অর্ন্তভুক্ত করতে হবে, মৎস্য আহরণ ও নৌচলাচল অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে, সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সম্পদ ও বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে, প্রথাগত অনুশীলনগুলো রক্ষাসহ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তাদের জমি, অঞ্চল ও সম্পদের উৎপাদন সক্ষমতা, সংরক্ষণ,ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র (UNDRIP), গ্রামীন এলাকায় কর্মরত জেলে/কৃষক এবং অন্যান্য পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র(UNDROP), টেনিউর নির্দেশিকা, ক্ষুদ্র আকারের মৎস্যজীবি (SSF) নির্দেশিকা এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন (CEDAW)-এর সাধারণ সুপারিশ নং-৩৪ এর মতো আন্তর্জাতিক মানদন্ডেগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নদী থেকে মহাসাগর পর্যন্ত, জাতীয় আইনি কাঠামোর মধ্যে তাদের ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল (ভূমি, জলাশয় এবং মৎস্য), সম্পদের মালিকানা, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

ঘ. নীতি নির্ধারণে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে; ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই জীবন মানোন্নয়নে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু নীতি ও কর্মকান্ডের সকল স্তরে বিশেষ করে নারী এবং প্রান্তিক উপকূলীয় জনগোষ্ঠী সহ জেলেদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, তাদের অধিকার এবং স্বার্থকে কেন্দ্রীভূত ও সমুন্নত রাখতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে যাতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান এবং অগ্রাধিকারগুলো পদ্ধতিগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ঙ. জীবন, জীবিকা এবং মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে পর্যাপ্ত ও সময়পোযগী ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে; জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত জেলে সম্প্রদায়ের জীবন, জীবিকা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে পর্যাপ্ত ও সময়পোযগী ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে। জেলেদের তাদের অঞ্চলে থাকতে, মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে এবং তাদের সমুদ্র ও নদীর রক্ষক হিসেবে থাকতে সাহায্য করার জন্য সাড়াদান প্রক্রিয়াগুলোতে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

চ. জেন্ডার রেসপন্সিভ জলবায়ু নীতি বাস্তবায়ণের জরুরি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ণ প্রচেষ্ট পর্যন্ত জলবায়ু নীতিতে নারীর পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে, জেলে, সংগ্রহক এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর নারীদের বিশেষভাবে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তৃনমূল পর্যয়ে নারীদের নেতৃত্বে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপনন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে সমবায় ভিত্তিক সংগঠন গঠণ ও কার্যযকর করতে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।